রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, মে ১২, ২০২১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২৭ বৈশাখ ১৪২৮/১০ মে ২০২১

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.২১.১০৫—বরেণ্য লোকসংগীত শিল্পী ও বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব ইন্দ্রমোহন রাজবংশী গত ০৭ এপ্রিল ২০২১ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

২। জনাব ইন্দ্রমোহন রাজবংশী-এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ, তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ২০ বৈশাখ ১৪২৮/০৩ মে ২০২১ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত শোকপ্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য : টাকা ৪·০০

মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

ঢাকা : ২০ বৈশাখ ১৪২৮ / ০৩ মে ২০২১

বরেণ্য লোকসংগীত শিল্পী ও বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব ইন্দ্রমোহন রাজবংশী গত ০৭ এপ্রিল ২০২১ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

জনাব ইন্দ্রমোহন রাজবংশী ১৯৪৬ সালে ঢাকা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালে স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রে কণ্ঠযোদ্ধা হিসাবে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রে বলিষ্ঠ কণ্ঠে গাওয়া জাগরণী গানের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন জনপ্রিয় এ কণ্ঠযোদ্ধা।

অনন্য কণ্ঠ-বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল, প্রতিভাধর এই শিল্পী ১৯৬৭ সালে প্লেব্যাক সিঙ্গার হিসাবে প্রথম কণ্ঠদান করেন 'চেনা অচেনা' চলচ্চিত্রে। তিনি চলচ্চিত্র ছাড়াও বেতার এবং টেলিভিশনে নিয়মিত গান গেয়েছেন। লোকগানের পাশাপাশি দীর্ঘদিন সংগীত কলেজে লোকসংগীত বিভাগের প্রধান হিসাবে দক্ষতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া বাংলাদেশ লোক সংস্কৃতি পরিষদের প্রতিষ্ঠাতাও ছিলেন তিনি। জনাব ইন্দ্রমোহন রাজবংশী তাঁর সংগীত প্রতিভার মাধ্যমে লোকসংগীতকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছেন। ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালী, জারি, সারি, মুর্শিদি ইত্যাদি গানের পাশাপাশি রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী হিসাবেও তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। জনাব ইন্দ্রমোহন রাজবংশী দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সহস্রাধিক কবির লেখা কয়েক লাখ গান সংগ্রহের মাধ্যমে বাংলা গানের ভাণ্ডার বিশেষ করে লোকসংগীতকে সমৃদ্ধ করেন। খ্যাতিমান এই সংগীতশিল্পীকে দেশের সংগীতাঙ্গনে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ বাংলাদেশ সরকার ২০১৮ সালে একুশে পদকে ভূষিত করেন।

জনাব ইন্দ্রমোহন রাজবংশীর মৃত্যুতে দেশের সংগীতজগৎ ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে সৃষ্টি হল এক অপূরণীয় শূন্যতা। জাতি এক নিবেদিতপ্রাণ কণ্ঠযোদ্ধাকে হারাল।

মন্ত্রিসভা জনাব ইন্দ্রমোহন রাজবংশীর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করছে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতিও গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd